



256895 - হজ্জ ও উমরার কার্যাবলি ও সগেলোর ধারাবাহিকতায় নহিতি প্রজ্ঞা

প্রশ্ন

আমি হজ্জ ও উমরার সকল কাজের মাঝে নহিতি প্রজ্ঞা জানতে চাই। এগুলোর মাধ্যমে উদ্দৃষ্ট প্রজ্ঞাপূরণ বিষয় কী? যে ধারাবাহিকতায় এগুলো করা হয় তাতে কী প্রজ্ঞা রয়েছে? আমি উমরা ও হজ্জ করতে চাই। কিন্তু আমি এই বরকতময় কাজগুলো করার আগে প্রথম প্রস্তুতি নিতে চাই; যাতে করে পরপূর্ণ মনোযোগ ও বুঝ সহকারে এগুলো করতে পারি।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

এক:

ইলাহী প্রত্যাদেশে (ওহী) হজ ও উমরার বধানে নহিতি সাধারণ প্রজ্ঞাসমূহ অবহতি করছে। এর মধ্যে রয়েছে আল্লাহ তাআলার এই বাণী যা তিনি সংক্ষেপে বলছেন:

وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطِيعُوا أَمْرَ الْبَائِسِ الْفَقِيرِ، ثُمَّ لِيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، ذَلِكَ وَمَنْ يُعْظِمِ حُرْمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَأُحِلَّتْ لَكُمْ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ

“আর মানুষের মধ্যে হজের ঘোষণা ঘোষণা করো; তারা তোমার কাছে আসবে পায়ে হটে এবং সকল ক্ষীণকায় উটে সওয়ার হয়ে, গভীর গরিপথ ধরে (দূর-দূরান্তরে পথ পাড়ি দিয়ে)। যাতে তারা তাদের কল্যাণের স্থানগুলোতে উপস্থিতি হতে পারে এবং (যুলহজ্জাহ মাসের ১০, ১১ ও ১২ তারিখে) আল্লাহর দেওয়া চতুষ্পদ জন্তুসমূহ (কুরবানীর জন্ম) যবাইকালে নির্দিষ্ট দিনগুলোতে আল্লাহর নাম স্মরণ করতে পারে। তোমরা সগেলোর মাংস (নজিরো) খাও এবং গরীব-দুঃখীকে খাওয়াও। তারপর যেন তারা তাদের ময়লা (নখ, চুল ইত্যাদি) অপসারণ সম্পন্ন করে, তাদের মানত পূর্ণ করে এবং প্রাচীন ঘর (কাবা) তাওয়াফ করে। এটাই (করণীয়)। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর পবিত্র বধানসমূহের সম্মান করবে, তার রবের নিকট সেটা তার জন্য উত্তম। আর তোমাদের কাছে যেগুলো পাঠ করা হবে (ব্যতিক্রম হিসেবে উল্লেখ করা হবে) সেগুলো ছাড়া (সব) চতুষ্পদ জন্তু তোমাদের জন্ম হালাল করা হয়েছে। সুতরাং তোমরা মূর্তপূজার পঙ্কলিতা বর্জন করো এবং মথিয়া কথা পরহিার করো।”[সূরা হজ: (২৭-৩০)]



- হজ ও উমরায এবং এ দুটোর কার্যাবলিতে আল্লাহ তা'আলার তাওহীদকে ফুটিয়ে তোলো হয়। এর মধ্যে অন্যতম মথিয়া কথা-কাজ পরিত্যাগ করা হয়, যার মধ্যে শরিক ও এর সকল রূপ, বহিঃপ্রকাশ ও স্তরসহ অন্তর্ভুক্ত। হজ ও উমরা একমাত্র আল্লাহর জন্যই সম্পন্ন করতে হয়।

আল্লাহ তাআলা বলছেন:

وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ

“এবং আল্লাহর জন্য হজ ও উমরা যথাযথভাবে সম্পন্ন করো।”[সূরা বাকারা: ১৯৬]

জাবরি ইবনে আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হজ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন: “তিনি তাওহীদে তালবিয়া পাঠ করলেন: لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ، وَالْمُلْكُ لَا شَرِيكَ لَكَ (হে আল্লাহ! আমি আপনার দরবারে হাজরি। আমি আপনার দরবারে হাজরি। আমি আপনার দরবারে হাজরি। আপন নরিঙ্কুশ। আমি আপনার দরবারে হাজরি। নশ্চয় যাবতীয় প্রশংসা, যাবতীয় নয়োমত আপনার-ই জন্য এবং রাজত্ব আপনার-ই জন্য। আপন নরিঙ্কুশ।)[সহীহ মুসলিম (১২১৮)]

ইমাম ইবনুল কাইয়ুমি রহমিহুল্লাহ বলছেন: “হজরে বশিষ্ট সম্পূর্ণ আলাদা। এটি কবেল হানীফরা (একনশ্ঠ একত্ববাদীরা) উপলব্ধি করতে পারেন, যারা (আল্লাহকে) ভালোবাসার একটি অংশ নজিদে মাব্বে ধারণ করেছে। এর মর্যাদা এত উর্ধ্বে যে কোনো ভাষায় তা পুরোপুরি প্রকাশ করা সম্ভবপর নয়। এটি এই হানীফ দ্বীনরে (একত্ববাদী ধর্মের) বশিষে বশিষ্ট্য। এমনকি কারো কারো মতে, আল্লাহর বাণী حُنْفَاءَ لِلَّهِ (হুনাফাআ ললিল্লাহ) এর অর্থ: হাজীবুন্দ।

আর আল্লাহ তাআলা তাঁর পবিত্র ঘরকে (কাবা শরীফ) মানবজাতির স্থায়িত্ব ও অস্তিত্বেরে ভিত্তি হিসেবে নির্ধারণ করছেন। এটি যেনে বশ্বরে এমন একটি স্তম্ভ, যার ওপর এর পুরো কাঠামো দাঁড়িয়ে আছে। 'তরজুমানুল কুরআন' (কুরআনের শ্রেষ্ট ব্যাখ্যাকারী) ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলছেন, ‘যদি পৃথিবীর সকল মানুষ এক বছরের জন্য হজ করা ছেড়ে দায়ে, তবে আসমান জমিনের ওপর ভেঙে পড়বে।’ সুতরাং এই পবিত্র ঘরটাই বশ্বরে অস্তিত্বেরে কেন্দ্রবিন্দু। যতদনি এই ঘরে হজ করার ধারা অব্যাহত থাকবে, ততদনি এই বশ্বও টকি থাকবে।

হজ মূলতঃ মল্লিতে হানফী বা একনশ্ঠ তাওহীদ ধর্মের এক বশিষে বশিষ্ট্য... কারণ এর ভিত্তি স্থাপতি হয়েছে কেবল বশিদ্ধ একত্ববাদ এবং আল্লাহর প্রতি নিরিটে ভালোবাসার ওপর।”[মফিতাহু দারসি সাআদাহ (২/৮৬৯)]

শাযখ আবদুল আযীয ইবনে বায রহমিহুল্লাহ বলছেন:

“গোটা হজ হচ্ছে আল্লাহর তাওহীদে দকি আহ্বান, তাঁর দ্বীনরে উপর সুদৃঢ় থাকা ও তাঁর রাসূল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা নযি়ে এসছেনে তার উপর অটল থাকার দাওয়াত। এর সর্ববোচ্চ লক্ষ্য হলো মানুষকে আল্লাহর তাওহীদ, তাঁর প্রতি একনিস্টিতার ধাবতি করা এবং হজসহ জীবনরে সকল ক্ষত্রে আল্লাহ সত্য ও সঠিকি আদর্শ দয়ি়ে তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে য়ে উদ্দেশ্যে পাঠয়ি়েছেন, তাতে তাঁর পূর্ণ অনুসরণ করা।"

হাজী ও উমরাহকারী সর্বপ্রথম যা পাঠ করেন তা হচ্ছে তালবয়ী: 'লাব্বাইকা আল্লাহুম্মা লাব্বাইক, লাব্বাইকা লা শারকিা লাকা লাব্বাইক'। এর মাধ্যমে সে আল্লাহর তাওহীদ ঘোষণা করে এবং ইখলাস প্রকাশ করে য়ে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার কোনে শরকি (অংশীদার) নই। তাওয়াফে সে এককভাবে আল্লাহকে স্মরণ করে, তাঁকে সম্মান করে এবং তাওয়াফরে মাধ্যমে কেবল তাঁরই ইবাদত করে। সাঈতে শুধু তাঁর জন্মই সাঈ করে; অন্য কারো জন্ম নয়। মাথা মুণ্ডন ও চুল কাটার ক্ষত্রেও তাই। হাদী ও কোরবানির জন্তু জবাই এর ক্ষত্রেও তাই। সবই একমাত্র আল্লাহর জন্ম। অনুরূপভাবে আরাফা, মুজদালফা ও মনিাতে হাজগিণ য়ে সকল যকিরি বা দুআ পাঠ করেন, তার প্রতিটিই আল্লাহর স্মরণ ও তাঁর একত্ববাদরে ঘোষণা, সত্যরে দকি়ে আহ্বান এবং বান্দাদরে জন্ম সঠিকি পথরে দশিা য়ে, তাদরে উপর আবশ্যক হলো এক আল্লাহর উপাসনা করা, এসব আমলে একে অপররে পাশে দাঁড়ানো, পারস্পরিকি সহযোগিতা করা এবং সত্য ও কল্যাণরে পথে একে অপরকে উপদেশে দেওয়া।"[মাজমু ফাতাওয়া ইবনে বায (১৬/১৮৬-১৮৭)]

- হজ্জে রয়ছে আল্লাহ তাআলার যকিরি প্রতিষ্টি। হজরে প্রতিটি মানাসকি়ে আল্লাহর যকিরি রয়ছে, য়েমনটি ইঙ্গতি করছে এই আয়াতে কারীমা: “এবং নরিদযিট দনিগুলোতে আল্লাহর নাম স্মরণ করে।”

আল্লাহ তাআলা আরও বলছেন:

ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا

“তারপর সব মানুষ যখন থেকে ছড়িয়ে পড়ে তোমরাও সখোন থেকে ছড়িয়ে পড়ো, আর আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাও; নশিচযই আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। অতঃপর যখন তোমরা হজ্জরে পালনীয় কর্তব্যসমূহ সম্পন্ন করবে, তখন আল্লাহকে স্মরণ করো য়েভাবে তোমরা তোমাদরে পূর্বপুরুষদরে স্মরণ করত, বরং তার চয়েও বেশি করে।”[সূরা বাকারা: (১৯৯-২০০)]

ইমাম ইবনুল কাইয়ুমি রহিমাহুল্লাহ বলছেন:

“বরং যকিরিই হজরে রূহ, এর মূলসার ও উদ্দেশ্য। য়েমন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন: ‘বাইতুল্লাহর তাওয়াফ, সাফা-মারওয়ার মধ্যে সাঈ এবং জামরায পাথর নকি্ষপে— আল্লাহর যকিরি প্রতিষ্টির জন্মই বধিবিদ্ধ করা হযছে’।”[মাদারজিস সালকিনি (৪/২৫৩৭)]

শায়খ আবদুল আযীয ইবনে বায রহিমাহুল্লাহ বলছেন:

“যকিরি আল্লাহর এ বাণী: **لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ** ‘যাতে তারা তাদরে কল্যাণরে স্থানগুলোতে উপস্থিতি হতে পারে এবং নরিদষ্টি দনিগুলোতে আল্লাহর নাম স্মরণ করতে পারে।’-তে উল্লিখিত কল্যাণরে (মানাফি) অন্তর্ভুক্ত। আয়াতে প্রথমতে ‘আম কল্যাণ’ উল্লিখে করার পর ‘খাস কল্যাণ’ যকিরিকে উল্লিখে করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে প্রমাণিত: ‘তাওয়াফ, সাঈ ও জামরায পাথর নক্শিপে—আল্লাহর যকিরি প্রতিষ্ঠার জন্যই বধিবিদ্ধ করা হয়েছে।’

কুরআনে কারীমে জবাই করার সময় আল্লাহর যকিরি করা (আল্লাহর নাম উচ্চারণ করা) বধিবিদ্ধ করা হয়েছে। জামরায পাথর নক্শিপে সময় আল্লাহর যকিরি করা বধিবিদ্ধ করা হয়েছে। হজরে সব ধরণের কথা বা কাজই হচ্ছে আল্লাহর যকিরি। তাই হজ তার সকল কাজ ও কথাসহ সম্পূর্ণরূপে মহান আল্লাহর যকিরি।”[মাজমু’ ফাতাওয়া ইবনে বায (১৬/১৮৫-১৮৬)]

- হজ ও উমরার মাধ্যমে হাজী ও উমরাহকারীদের জন্য এবং হারামের অধিবাসী ও সখোনে অবস্থানকারীদের জন্য বহু দ্বীনী ও দুনিয়াবিকল্যাণ সাধিত হয়। এই প্রজ্ঞার দকিহে এ আয়াতটি ইঙ্গিত করা হয়েছে: **لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ** “যাতে তারা তাদরে কল্যাণরে স্থানগুলোতে উপস্থিতি হতে পারে।”

শাযখ আবদুর রহমান আস-সাদী রাহমাহুল্লাহ বলছেন:

“অর্থাৎ যাতে তারা বাইতুল্লাহর কাছে থেকে দ্বীনী কল্যাণ অর্জন করতে পারে। যমেন: মর্যাদাপূর্ণ ইবাদতসমূহ ও যো ইবাদতগুলো কেবল বাইতুল্লাহ কেন্দ্রিকই করা সম্ভব। এবং দুনিয়াবিকল্যাণও অর্জন করতে পারে। যমেন: ব্যবসা-বাণিজ্য ও পার্থক্য লাভ। এ সবকিছুই প্রত্যক্ষ বিষয়, যা সবাই জানে।”[তাফসীরুস সাদী (পৃ. ৫৩৬)]

এই কল্যাণসমূহের মধ্যে আরো রয়েছে: দেশেশোন্তর থেকে মুসলমানরো একত্রিত হওয়া, পরস্পর পরিচিতি হওয়া এবং একে অপরের কাছ থেকে ইলম, ব্যবসা ও তথ্যের মাধ্যমে উপকৃত হওয়া। এই সফরে তাদের সবার অভিন্ন অবস্থা, অভিন্ন পোশাক ও অভিন্ন উদ্দেশ্য তাদের একতা বৃদ্ধি করে।

- সময়, স্থান, কাজকর্ম ও বশেভূষায় মুসলমানরো অভিন্ন রূপে প্রকাশ পাওয়া। তারা সকলে একই সময়ে পবিত্র স্থানগুলোতে অবস্থান করেন। তাদের সকলের কাজ অভিন্ন, বশেভূষা অভিন্ন (লুঙা ও চাদর) এবং সকলে মহান আল্লাহর সামনে বনিম্র ও অবনত।
- ওয়াজবি ও মুস্তাহাব উভয় প্রকার কুরবানী ও হাদীর মাধ্যমে আল্লাহর কাছে পবিত্র বিষয়াবলীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন এবং এ পশুগুলোর নয়োমতকে উপভোগ করা নজি খাওয়ার মাধ্যমে, উপহার দেওয়া ও গরীবদের মধ্যে বণ্টন করার মাধ্যমে। দেখুন: মাজমু’ ফাতাওয়া ওয়া রাসায়লি আল-উসাইমনি (২৪/২৪১)

দুই:



হজ ও উমরার কাজগুলোর ক্রমবিন্যাসে নহিতি প্রজ্ঞা সূস্পষ্ট:

এ দুটরে কাজ শুরু হয় ইহরাম ও তালবযিা দযি়ে। এ দুটোর মাধ্যমে একজন মুসলমান হজ বা উমরাতে প্রবশেৰে এবং এর বধিবিধান মনে চলার ঘোষণা দনে।

মক্কায পটৌছে তাওয়াফ দযি়ে শুরু করা হয়। কারণ বাইতুল্লাহ হলো হারামে বদ্যমান মধ্যে সর্বশ্রেষ্ট জনিসি। আর 'তাওয়াফ' হলো হজ ও উমরার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ রুকন। তাই অন্য কছির আগে এটি দযি়ে শুরু করা সমীচীন।

বাইতুল্লাহ সংক্রান্ত কাজ শেষে অন্য কাজগুলো শুরু করা সমীচীন। আর তা হলো সাফা-মারওয়া মধ্যে সাঈ করা। কারণ সাফা-মারওয়া বাইতুল্লাহর সবচেয়ে কাছাকাছি।

তারপর মনিয রাত্রযিপন করা। কারণ এটি হজরে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ রুকন তথা আরাফায় অবস্থানরে প্রস্তুতস্বরূপ।

এরপর মুযদালফায় রাত্রযিপন করা হয়। কারণ এটি আরাফা থেকে বাকি অবশিষ্ট কার্যাবলির উদ্দেশ্যে যাওয়ার পথে পড়ে। তাই কুরবানির দিনরে কাজগুলোর জন্য প্রস্তুতমূলক হাজীসাহবেরে সখোনে বশিরাম নেওয়া যথোপযুক্ত।

এরপর জামরায় পাথর নক্সিপে করা হয়। কারণ এটি মুযদালফার পরবর্তী স্থান 'মনিয' অবস্থতি।

এই দিনে মাথা মুণ্ডন করা ও কুরবানিকরা যথায়োগ্য। কারণ এটি ঈদরে দিন।

তারপর হজরে গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলো সম্পন্ন করতে পারায় আল্লাহর শোকর হিসেবে আসে কাবাকে 'তাওয়াফ করা'।

এরপর মনিয রাত্রযিপন করা হয়। এটি সেই স্থান যখনে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামরে সুন্নাত ছিল হজরে হাদী জবাই করা। তাই হাজীর জন্য উপযুক্ত হলো: তাশরকিরে দিনগুলোতে সখোনে অবস্থান করা। যনে তিনি আল্লাহর যকিরি করতে পারনে, 'হাদী' (কুরবানীর পশু) জবাই করতে পারনে, নজি খেতে পারনে এবং অন্যদরে মাঝে বতিরণ করতে পারনে।

নুবাইশাহ আল-হুযালি রাদযি়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণতি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন: “আইয্যামুত তাশরকি (তাশরকিরে দিনগুলো) হলো খাওয়া ও পান করার দিন।” অন্য এক বর্ণনায় আছে: “এবং আল্লাহর যকিরিরে দিন।” [সহীহ মুসলমি (১১৪১)]

এই কারণেই এই দিনগুলোতে রোযা রাখতে নষিদ্ধ করা হয়েছে। তবে যে ব্যক্তি 'হাদী' (কুরবানীর পশু) পাবে না তার জন্য ব্যতকিরম।

উরওয়াহ (রহঃ) আযশো রাদযি়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণনা করনে এবং সালমি (রহঃ) ইবনে উমার রাদযি়াল্লাহু আনহু বর্ণনা

করনে যবে, তারা উভয়ে বলছেন: “তাশরকিরে দনিগুলোতে রোযা রাখার অনুমতি দেওয়া হয়নি। তবে যবে ব্যক্তি হাদী (কুরবানীর পশু) পাবে না তার জন্য ব্যতিক্রম।”[সহীহ বুখারী (১৯৯৭)]

অবশেষে হাজীসাহবে মক্কায গিয়ে বদিয়াী তাওয়াফ করবনে এবং মক্কা ত্যাগ করবনে।

ইমাম ইবনুল কাইয়ুমি রহমাহুল্লাহ বলছেন:

“এই ইবাদতের মধ্যে নহিতি গুটরহস্য সম্পর্কে বলব: ইহরাম, প্রচলতি অভ্যাস ত্যাগ, মাথা উন্মুক্ত রাখা, স্বাভাবিক পোশাক খুলে ফেলা, তাওয়াফ করা, আরাফায় অবস্থান করা, জামরায় পাথর নিক্ষেপে করা এবং হজের অন্যান্য সকল কার্যাবলী ভালো হওয়ার পক্ষে সুস্থ ববিকে-বুদ্ধি ও সুষ্ঠু প্রকৃতিসাক্ষ্য দেয় এবং সুষ্ঠু ববিকে জানে যে যিনি এগুলোর বধিান আরোপ করছেন তাঁর প্রজ্ঞার উপরে কোনোটো প্রজ্ঞা নাই।”[মফিতাহু দারসি সাআদাহ (২/৮৬৯)]

কছু আলমে হজ ও উমরার কার্যাবলীর খুঁটনিটি নানা প্রজ্ঞা অনুসন্ধানে ইজতহাদ করছেন।

এ বিষয়ে যা কছু বলা হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে:

সলোইযুক্ত কাপড় না পরার প্রজ্ঞা:

ফতোয়া বিষয়ক স্থায়ী কমটিকি জিজ্ঞাসা করা হয়েছে:

“আল্লাহ হাজীদরে জন্য কনে সলোইযুক্ত কাপড় পরা হারাম করছেন এবং এতে নহিতি প্রজ্ঞা কী?”

কমটি উত্তর দিচ্ছে:

‘প্রথমত: আল্লাহ সামর্থ্যবান ও শরয়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রত্যকে ব্যক্তির উপর জীবনে একবার হজ করা ফরজ করছেন এবং এটিকে ইসলামের রুকন বানিয়েছেন, যা দ্বীনরে একটি অকাট্য ও স্বতঃসিদ্ধ বিষয় হিসেবে সুবদিতি। সুতরাং মুসলমানরে উপর কর্তব্য হলো আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনরে লক্ষ্যে, তাঁর আদেশরে আনুগত্যস্বরূপ এবং তাঁর সওয়াবরে আশা ও শাস্তরি ভয়ে আল্লাহ তার উপর যা ফরয করছেন তা পালন করা। এটি এই বিশ্বাসরে সাথে যে— আল্লাহ তা'আলা তাঁর বধিান ও সকল কাজে প্রজ্ঞাবান, তিনি তাঁর বান্দাদরে প্রতি দয়ালু। তাই তিনি তাদরে জন্য কবেল সে বধিান আরোপ করনে যগুলো তাদরে কল্যাণ আছে এবং দুনিয়া ও আখিরাতে তাদরে ব্যাপক উপকার রয়েছে। সুতরাং বধিান আরোপরে মালকি হলনে আমাদরে প্রজ্ঞাময় ‘মালকি’। আর বান্দার কর্তব্য হলো তাঁর আনুগত্য করা ও তাঁর প্রতি আত্মসমর্পণ করা।

দ্বিতীয়ত: হজ ও উমরাকালে সলোইকৃত কাপড় পরহির করার যবে বধিান দয়ো হয়েছে এর মধ্যে অনেকে প্রজ্ঞা নহিতি। যমেন: কয়ামতরে দনি মানুষরে অবস্থাকে স্মরণ করা। কারণ সদেশি তারা নগ্নপদে ও ববিস্ত্র অবস্থায় পুনরুত্থতি হবে। তারপর

তাদেরকে পোশাক পরানো হবে। আখরিতারে পরিস্থিতিগুলো স্মরণ করার মধ্যে উপদশে ও শিক্ষা রয়েছে।

যমেন: নফসকে দমন করা, বনিয়রে অপরহির্যতা উপলব্ধি করানো এবং অহংকারের পঙ্কলিতা থেকে নফসকে পবিত্র করা।

যমেন: নফসকে সাম্য, সমতা ও সরলতার নীতি অনুভব করানো, বলাসতি থেকে দূরে থাকা এবং গরবি-মসিকনিদের সাথে সহমর্মিতা প্রকাশ করা শেখানো।... এছাড়াও আল্লাহ যত পদ্ধতিতে হজ আদায় করার বধিান আরোপ করেছে এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা বর্ণনা করেছেন সটোর বভিনি উদ্দেশ্যে রয়েছে।

ফতোয়া বযিয়ক স্থায়ী কমিটি

আবদুল্লাহ ইবনে কু'উদ, আবদুল্লাহ ইবনে গুদাইয়ান, আবদুর রাজ্জাক আফীফী, আবদুল আযীয ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে বায।'[ফাতাওয়া-লাজনাহ আদ-দায়মাহ (১১/১৭৯-১৮০)]

তাওয়াফ ও হাজারে আসওয়াদ চুম্বনের মধ্যে প্রজ্ঞা:

শাযখ ইবনে উছাইমনি রহিমাহুল্লাহ বলছেন:

“তাওয়াফের প্রজ্ঞা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নজিহে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলছেন: ‘বাইতুল্লাহর তাওয়াফ, সাফা-মারওয়ার মধ্যে সাঈ এবং জামরায় পাথর নিক্ষেপে— এগুলো কেবল আল্লাহর যকিরি প্রতিষ্ঠা করার জন্যই বধিবিদ্ধ করা হয়েছে।’ যত ব্যক্তি আল্লাহর ঘররে চারপাশে তাওয়াফ করে তার অন্তরে আল্লাহর প্রতি এমন সম্মান সৃষ্টি হয় যা তাকে আল্লাহর যকিরি নমিগ্ন রাখতে। হাঁটা, চুম্বন করা, হাজারে আসওয়াদ ও রুকনে ইয়ামানি স্পর্শ করা এবং হাজারে আসওয়াদরে দকিহে ইশারা করা— এই সকল শারীরিক নড়াচড়াও আল্লাহর যকিরি। কারণ এগুলো আল্লাহর ইবাদতের অংশ। আর সকল ইবাদতই ব্যাপক অর্থতঃ আল্লাহর যকিরি। অন্যদকিহে মুখে যা উচ্চারণ করা হয় তথা তাকবীর, যকিরি ও দুআ, সটো যত আল্লাহর যকিরি তা ততঃ সুস্পষ্ট।

আর হাজারে আসওয়াদ চুম্বন করাও একটি ইবাদত। কারণ মানুষ এমন একটি পাথর চুম্বন করে যার সাথে তার কোনো সম্পর্ক নহে; কেবল এই পাথরকে সম্মান করার মাধ্যমে আল্লাহর ইবাদত সম্পাদন করা ছাড়া এবং এক্ষত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামরে অনুসরণ করা ছাড়া। এ প্রসঙ্গে আমরিল মুমিনি উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে সাব্যস্ত হয়েছে: হাজারে আসওয়াদ চুম্বন করার সময় বলেছিলেন: ‘আমি জানি যে, তুমি একটি পাথর মাত্র, তুমি কোনো ক্ততি বা উপকার করতে পারো না। যদি আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তমোককে চুম্বন করতে না দেখতাম, তাহলে আমি তমোককে চুম্বন করতাম না।’

আর কিছু মূর্থ লোক মনে করে যে এর উদ্দেশ্য হলো এ পাথর থেকে বরকত লাভ করা— এর কোনো ভিত্তি নহে। তাই এটি



বাতলি।”[মাজমু ফাতাওয়া ওয়া রাসাযলি ইবনে উসাইমনি (২/৩১৮-৩১৯)]

হাফযে ইবনে হাজার রহমিহুল্লাহ বলছেন:

“মুহাল্লাব বলছেন: ... হাজারে আসওয়াদ চুম্বন করা বধিান আরোপ করা হয়েছে পরীক্ষা হিসেবে, যাতে প্রত্যক্ষভাবে জানা যায় যে, কে আনুগত্য করে। এটি ইবলসিরে সেই ঘটনার মতো যখন ইবলসিকে আদেশে করা হয়েছিলি আদমকে সজিদা করার...। উমর (রাঃ) এর এই উক্তিতে রয়েছে: দ্বীনী বিষয়ে শরীয়ত প্রণেতার কাছে সমর্পণ এবং যসেব বিষয়ে যথাযথ কারণ জানা যায়নি সেগুলোর ক্ষেত্রে উত্তম অনুসরণ।

এটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণে ক্ষেত্রে একটি মহান নীতি: তিনি যা করেন সক্ষেত্রে তাঁর অনুসরণ করা, যদিও সেই প্রজ্ঞা জানা না যায়।”[ফাতহুল বারী (৩/৪৬৩)]

ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাজারে আসওয়াদ সম্পর্কে বলছেন: “আল্লাহর কসম! আল্লাহ কয়িমতের দিন এটিকে পুনরুত্থতি করবেন এমনভাবে যে এর দুটি চিহ্ন থাকবে যা দৃষ্টিতে সন্দেহের, একটি জিহ্বা থাকবে যা দৃষ্টিতে সন্দেহের এবং যে ব্যক্তি সত্যকারে নবিতা একে স্পর্শ করেছে তার পক্ষ থেকে সাক্ষ্য হবে।”[তিরমযী (৯৬১), তিনি বলছেন এটি হাসান হাদীস। আলবানী ‘সহীহ সুনানে তিরমযী’তে (১/৪৯৩) এটি সহীহ বলছেন]

সাফা-মারওয়ার মধ্যে সাঈ করার মধ্যে প্রজ্ঞা:

শায়খ মুহাম্মাদ আল-আমনি আশ-শানকতি রহমিহুল্লাহ বলছেন:

‘সাঈর প্রজ্ঞা সম্পর্কে আলোচনা সহীহ দলিলে উদ্ধৃত এসেছে। তা হলো সহীহ বুখারিতে ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণিত হাদীসে ইব্রাহিম আল্লাইহসি সালাম কর্তৃক হাজারে ও ইসমাঈলকে মক্কায় রেখে যাওয়ার ঘটনায় যা উদ্ধৃত হয়েছে। তিনি তাদের কাছে খজুরভর্তি একটি থলি ও পানভর্তি একটি মশক রেখে গিয়েছিলেন। এই সহীহ হাদিসে আরও এসেছে: ‘ইসমাঈলকে মা সেই পান থেকে পান করতে ছিলেন এবং ইসমাঈলকে দুধ পান করিয়ে যাচ্ছিলেন। এক পর্যায়ে মশককে পান শেষ হয়ে গেল। তখন তিনি ও তাঁর পুত্র পিপাসার্ত হলেন। তিনি দেখলেন শিশুটি পিপাসায় ছটফট করছে। তিনি এই দৃশ্য দেখতে না পেরে সরে গেলেন এবং খয়োল করলে সাফা পাহাড় তাঁর সবচেয়ে নিকটে। তখন তিনি পাহাড়ের উপরে উঠে উপত্যকার দিকে তাকালেন কোনও মানুষকে দেখে যায় কনি। তিনি কাউকেই দেখলেন না। তখন সাফা থেকে নামে গেলেন। উপত্যকায় পৌঁছার পর কামসিরে কনিরা উপরে তুলে কলান্ত মানুষের মতো দৌড় দিয়ে উপত্যকা পার হয়ে গেলেন। এরপর মারওয়ায এসে মারওয়ার উপরে উঠে দাঁড়ালেন এবং তাকিয়ে দেখলেন কোনও মানুষকে দেখে যায় কনি। কনিতু কাউকে দেখলেন না। এভাবে সাত বার করলেন।’ ইবনে আব্বাস বলেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন: ‘এটাই মানুষের সাঈ

করার হতে।’

এই হাদীসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী ‘এটাই মানুষের সাক্ষী করার হতে’-এর মধ্যে সাফা-মারওয়ার মাঝে সাক্ষী করার প্রজ্ঞার প্রতি যথেষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে। কারণ হাজারো এই সাক্ষী করছিলেন অত্যন্ত প্রয়োজনের সময়ে এবং আপনা প্রতাপিলকরে কাছের অভাবের চরম মুহূর্তে। কারণ তাঁর কলজির টুকরা তাঁর পুত্র ইসমাইল পিপাসায় ছটফট করছে এমন এক ভূমিতে যা জলশূন্য, জনমানবশূন্য। তিনি নিজিও ছিলেন ক্షুধার্ত হয়ে ও পিপাসার্ত হয়ে তাঁর স্রষ্টির কাছের নরিপায় অবস্থায়। এই মহাবপিদে পড়ে তিনি একবার এই পাহাড়ে উঠছিলেন। সেখানে কিছু না দেখে আবার অন্য পাহাড়ের দিকে দৌড়াচ্ছিলেন। এই আশায় যে, সেখানে কাউকে দেখবেন। তাই মানুষকে সাফা-মারওয়ার মধ্যে সাক্ষী করার নরিদশে দেওয়া হয়েছে যাতের করে তারা অনুভব করে যে তাদের স্রষ্টি ও রযিকিদাতার কাছের তাদের প্রয়োজন ও অভাব সেই চরম সংকটময় মুহূর্তে ঐ নারীর প্রয়োজন ও অভাবের মতন। এবং যাতের তারা স্মরণ করে যে, যে ব্যক্তি ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের মতো আল্লাহর আনুগত্য করবে আল্লাহ তাকে ধ্বংস করবেন না এবং তার দুআ বফিল করে দিবেন না।

এটি একটি সুস্পষ্ট গভীর প্রজ্ঞা যা একটি সহীহ হাদিস দ্বারা প্রমাণিত।”[আদওয়াউল বায়ান (৫/৩৪২-৩৪৩)]

মনিয় রাত্রিযাপনের মধ্যে নহিতি প্রজ্ঞা:

শাইখ আবদুল আযীয ইবনে বায রহিমাহুল্লাহকে জিজ্ঞাসে করা হয়েছে:

‘জামরায় পাথর নক্షপে এবং মনিয় তিনি দিনি রাত্রিযাপনের মধ্যে কী প্রজ্ঞা নহিতি? আপনার কাছ থেকে এই বিষয়টি স্পষ্ট করার আশা করি। আপনাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা রইল।’

তিনি উত্তর দেন:

“প্রজ্ঞা না জানলেও একজন মুসলমানের উপর কর্তব্য হলো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনুগত্য করা এবং শরীয়তের অনুসরণ করা। আল্লাহ আমাদেরকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা নযি়ে এসেছেন তা এবং তাঁর কতিব অনুসরণ করার আদেশে করছেন। আল্লাহ বলছেন: **اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ** ‘তোমাদের রবের পক্ষ থেকে তোমাদের প্রতি যা নাযলি হয়েছে তার অনুসরণ করো।’ এবং তিনি আরও বলছেন: **وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ** ‘এটি একটি বরকতময় কতিব যা আমি নাযলি করছি, তোমরা এর অনুসরণ করো।’ এবং বলছেন: **أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ** ‘আল্লাহর আনুগত্য করো এবং রাসূলের আনুগত্য করো।’ এবং বলছেন: **وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا** ‘রাসূল তোমাদেরকে যা দযিছেন তা গ্রহণ করো এবং যা থেকে নযিধে করছেন তা থেকে বরিত থাকো।’

তাই আপনি প্রজ্ঞা জানলে আলহামদুলিল্লাহ, না জানলেও কোনও ক্షতনইে।



আল্লাহ য়ে য়ে বধিান আরোপ করছেন এর প্রতটিরি মধ্যে প্রজ্ঞা রয়ছে এবং যা থকে নষিধে করছেন তারও প্রতটিরি মধ্যে প্রজ্ঞা রয়ছে; হোক আমরা তা জানিবা না জানি।

জামরায় পাথর নক্শিপে:

স্পষ্টতই এটি শয়তানকে লাঞ্ছতি করা এবং মহান আল্লাহর আনুগত্য করা।

মনিয় রাত্রিযাপনরে প্রজ্ঞা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলাই ভালো জাননে। হয়তো এর প্রজ্ঞা হলো পাথর নক্শিপে সহজীকরণ। যদি হাজীসাহবে মনিয় রাত কাটায় তাহলে আল্লাহর যকিরি মশগুল থাকতে পারবে এবং নির্ধারণি সময়ে পাথর নক্শিপে জন্ম প্রস্তুত থাকতে পারবে। আর মনিয় না থাকলে হয়তো পাথর নক্শিপে দেরি হয়ে যাবে অথবা পাথর নক্শিপে ছুটে যাবে অথবা পাথর নক্শিপে বাদ দিয়ে সে কোনোটো কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়বে। এর মধ্যে নহিতি প্রজ্ঞা সম্পর্কে মহান আল্লাহই সর্বাধিক অবহিত।”[‘মাজমু’ ফাতাওয়া ওয়া মাকালাত ইবনে বায (পৃ. ৩৮০-৩৮২)]

জামরায় কংকর নক্শিপে নহিতি প্রজ্ঞা:

শায়খ মুহাম্মাদ আমনি আশ-শানকতি রহমাহুল্লাহ বলছেন:

“জনে রাখুন য়ে, নঃসন্দহে সামগ্রিকি বিচিনায় কংকর নক্শিপে মধ্যে নহিতি হকিমত হলো: আল্লাহর আদশে আনুগত্য করা এবং তাঁর নবীর মুখ দিয়ে বর্ণতি তাঁর আদশে পালন করার মাধ্যমে তাঁকে স্মরণ করা।

আবু দাউদ তাঁর সুনানে বর্ণনা করছেন, আয়শো রাদিয়াল্লাহু আনহা থকে বর্ণতি, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন: ‘বাইতুল্লাহর তাওয়াফ, সাফা-মারওয়ার মধ্যে সাক্ষি এবং জামরায় কংকর নক্শিপে — এগুলো আল্লাহর যকিরি প্রতিষ্ঠার জন্যই বধিবিদ্ধ করা হয়েছে।’

বর্ণনাকারী উবাইদুল্লাহ বনি আবু যয়াদ হচ্ছনে: আল-কাদ্দাহ, হুসাইনরে বাবা, মক্কাবাসী। একদল আলমে তাকে “ছকিহ” বা নির্ভরযোগ্য বলছেন। অপর একদল আলমে তাকে “দুর্বল” বলছেন। তবে তার বর্ণতি এই হাদীসরে মরম নঃসন্দহে সহীহ। এর মরম সহি হওয়ার পক্ষে আল্লাহর নমিনোক্ত বাণীর মরমও সাক্ষ্য দেয়: “এবং নির্দিষ্ট কিছু সংখ্যক দিনগুলোতে আল্লাহকে স্মরণ করো”। কারণ নির্দেশিতি যকিরিরে মধ্যে জামরায় কংকর নক্শিপেও অন্তর্ভুক্ত। যার প্রমাণ রয়ছে পররে আয়াত: ‘কউে যদি তাড়াতাড়ি করে দুই দিনে চলে আসে, তার কোনোটো পাপ হবে না।’ এটি প্রমাণ করে য়ে কংকর নক্শিপে করা আল্লাহর যকিরি প্রতিষ্ঠা করার জন্য বধিবিদ্ধ করা হয়েছে।

তবে এই প্রজ্ঞা সামগ্রিকি। বাইহাকি রহমাহুল্লাহ তাঁর সুনানে ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থকে মারফু হাদসিে বর্ণনা করছেন: ‘যখন আল্লাহর খলীল ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম হজ্জরে কার্যক্রম পালন করত এসেছিলেন, তখন

জামরাতুল আকাবার কাছে শয়তান তাঁর সামনে প্রকাশিত হয়। তখন তিনি শয়তানকে লক্ষ্য করে সাতটি পাথর নিক্ষেপে করেন; এক পর্যায়ে শয়তান মাটতিতে দবে যায়। তারপর দ্বিতীয় জামরার কাছে আবার প্রকাশ পায়। তিনি পুনরায় তাকে সাতটি পাথর নিক্ষেপে করলেন। এক পর্যায়ে সে মাটতিতে দবে গলে। তারপর তৃতীয় জামরার কাছে আবার প্রকাশ পলে। এবারও তিনি সাতটি পাথর নিক্ষেপে করলেন। এক পর্যায়ে সে মাটতিতে দবে গলে।’ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বললেন: ‘তোমরা শয়তানকে পাথর মারছ এবং তোমাদের পতির মল্লিতারে অনুসরণ করছ।’

হাকিমি তার ‘মুস্তাদরাক’ গ্রন্থে এই হাদীসটিকে ‘মারফু’ হিসেবে বর্ণনা করছেন। তারপর বলছেন: এটি শাযখাইনরে শরতে উত্তীর্ণ সহীহ হাদীস, তবে তারা এটি বর্ণনা করেননি।

বাইহাকী যা উল্লেখ করেছেন এর ভিত্তিতে: কংকর নিক্ষেপের মাধ্যমে আল্লাহর যে যিকির প্রতিষ্ঠিত হয় তা হলো: শয়তানকে সাথে শত্রুতায় ইব্রাহিমের অনুসরণ করা। তাকে পাথর মারা এবং তার কাছে মাথা না নোয়ানো। আল্লাহ বলছেন:

قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ “নশিচই তোমাদের জন্য ইব্রাহিমের মাঝে উত্তম আদর্শ রয়েছে।” কাজেই কংকর নিক্ষেপে যেন শয়তানকে সাথে সেই শত্রুতার প্রতীক ও ইঙ্গিত, আল্লাহ আমাদেরকে যাই শত্রুতা পোষণ করার আদেশে দিয়েছেন তাঁর নমিনোকত বাণীতে: إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا “নশিচই শয়তান তোমাদের শত্রু, তাকে শত্রু হিসেবেই গ্রহণ করো।” এবং তাদের নিন্দা করছেন যারা তার বন্ধু হয়: أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ তবে কতিমোরা আমাকে ছেড়ে তাকে ও তার বংশধরদের মতির হিসেবে গ্রহণ করবে, অথচ তারা তোমাদের শত্রু? এটা সুবদিতি যে পাথর ছুঁড়ে মারা শত্রুতার সর্বাধিক বড় বহিঃপ্রকাশ।”[আদওয়াউল বাযান (৫/৩৪০-৩৪১)]

আলমেরা হজ্জের কাজগুলোর প্রজ্ঞা সম্পর্কে যা বলছেন তার মাঝে এই কিছু বিষয় যা আমরা পয়েছি। এগুলোর বেশিরভাগই ইজতহাদি বিষয়। এই প্রজ্ঞাগুলোর অধিকাংশের পক্ষে এমন কোনও দললি নই যে, এই মহান ইবাদতগুলোর বধিান আরোপে পছিনে উদ্দষ্টি প্রজ্ঞা এটাই।

এই কারণে কিছু আলমে মনে করেন যে হজ্জের কাজগুলো সেই বধিানসমূহের অন্তর্ভুক্ত যার হতে বোধগম্য নয় এবং এগুলো বধিবিদ্ধ করা হয়েছে পরীক্ষা হিসেবে, বান্দারা তাদের প্রভুর প্রতীকিতটা আনুগত্যশীল তা দেখার জন্য। আর আল্লাহ তাঁর বান্দাদেরকে যত্নে ইচ্ছা সত্বে পরীক্ষা করেন।

ইবনুল জাওয়ী রহমাহুল্লাহ বলছেন:

“জনে রাখুন, ইবাদতের মূল (উদ্দেশ্য) বোধগম্য। তা হলো বান্দা তার মাওলার প্রতি আনুগত্যের মাধ্যমে অবনত হওয়া। নামাযে বনিয় ও অবনতি রয়েছে যা থেকে ইবাদতের ভাব বোঝা যায়। যাকাতে সহায়তা ও সহমর্মতি রয়েছে যার অর্থ বোধগম্য। রোযায় নফসের প্রবৃত্তির দমন রয়েছে যাতে সে তার মাওলার প্রতি অনুগতভাবে ঝুঁকে পড়ে।



আর বাইতুল্লাহকে সম্মান করা ও সটোককে কবিলা বানানোর মধ্যে একটা উদ্দেশ্য রয়েছে। এর চারপাশে বদ্বিমান এলাকাকে হারাম বানানোর মানো বাইতুল্লাহর সম্মানকে বৃদ্ধি করা এবং মানুষ এলোমেলো চুল ও ধুলোয় আবৃত হয়ে আসা; যেনে বান্দা লাঞ্ছিত ও ক্ষমাপ্রার্থী হয়ে তার মাওয়ার কাছে আসার মত — এটি বোধগম্য বিষয়।

নফস সেই ইবাদতে স্বস্তি পায় যা সে বোঝে। তাই প্রবৃত্তির ঝাঁকপ্রবণতা কাজটি করার জন্য সহায়ক ও আগ্রহ সৃষ্টিকারী হয়। কিন্তু, কিছু বধিান এমনভাবে দেওয়া হয়েছে যা নফস বোঝে না, যাতে করে নফসের পূর্ণ আনুগত্য সম্পন্ন হয়। যমেন: সাঈ ও কংকর নক্ষিপে। এতে নফসের কোনও স্বার্থ নাই, স্বাভাবিক প্রকৃতির কোনও টান নাই এবং ববিকে এর হতে খুঁজে পায় না। তাই এই আদশে পালনরে প্রণোদনা কেবল আদশে মনে চলা ও নছিক আনুগত্য ছাড়া আর কিছুই নয়।

এই ব্যাখ্যার মাধ্যমে তুমি গভীর ইবাদতের রহস্যগুলো বুঝতে পারবে।”[মুসরিল আযমসি সাকনি (পৃ. ২৮৫-২৮৬)]

সারকথা, হে সম্মানতি ভাই!

হজ্জ ও উমরা পালনরে সময় বান্দার জন্য বধিবিদ্ধ হলো: হাজী ও উমরাহকারী যা করা বধিসিদ্ধ তা স্মরণ করবনে এবং তা করবনে। আর যার বধিান আরোপ করা হয়নি তা পরতি্যাগ করবনে। হজ ও উমরার প্রতিটি কাজে শরীয়ত যো যকিরিগুলো নির্ধারণ করেছে সেগুলো গভীরভাবে চিন্তা করার চেষ্টা করবনে। কারণ পূর্বে আলোচতি হিসাবে এগুলো হজের মহান উদ্দেশ্যসমূহের অন্তর্ভুক্ত। হাজী ও উমরাহকারী যেনে হজ ও উমরার কোনও সময় বৃথা নষ্ট না করনে। বরং সাধ্যমত আল্লাহর যকিরি করার চেষ্টা করবনে এবং তাঁর রবরে নদির্শনসমূহকে যথাযথভাবে সম্মান করবনে।

আল্লাহ বলছেন:

ذَلِكَ وَمَنْ يُعْظِمَ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ

“এটাই (করণীয়)। আর যো আল্লাহর নদির্শনসমূহকে সম্মান করে, নঃসন্দহে তা হবো (তাদরে) অন্তরে তাকওয়ার পরচায়ক।”[সূরা হজ: ৩২]

হজ্জ ও উমরার পদ্ধতি এবং এতে বধিবিদ্ধ যকিরি জানতে নমিনোক্ত ফতুয়াগুলো দেখুন: (31822), (31819), (34744), (47732), (10508), (109246)।

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।